আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

পারিবারিক পুনর্বাসনকেন্দ্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

এম এইচ রবিন ●

বিধিবহির্ভূত অবৈধ নিয়োগে পারিবারিক পুনর্বাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের প্রভাবে একই পরিবারের তিনজন, কারও বা আত্মীয়স্বজন নিয়োগ দিয়ে কোণঠাসা বোর্ড চেয়ারম্যান।

জানা গেছে, সরকারি নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ১০ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত চেয়ে নোটিশ ইস্যু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রভাবে বোর্ড চেয়ারম্যান ওই নিয়োগ দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিধিবহির্ভূত অবৈধ নিয়োগ

এদিকে ওই ১০ জনের নিয়োগ বাতিল চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন বোর্ডের ১৫১ কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ২০১৫ সালের ২৫ জুন বর্তমান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. লোকমান মুন্সীর তিন সহোদরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা হলেন– ১. মো. জুলহাস মুন্সী, পিতা মো. সোহরাব আলী মুন্সী (অফিস আদেশ নং ৩০৬), ২. মো. ফজলুল হক মুন্সী, পিতা মো. সোহরাব আলী মুন্সী (অফিস আদেশ নং ৩০৭) ও ৩. মো. জসিম মুন্সী, পিতা মো. সোহরাব আলী মুন্সী (অফিস আদেশ নং ৩০৮)। একই সঙ্গে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়োগ দেওয়া অন্য সাতজন হলেন– ১. মো. আসিফ আহমেদ, পিতা মো. মঞ্জুর আলী (অফিস আদেশ নং ৩১০), ২. মো. ওবায়েদুল হক পলাশ, পিতা মো. আবদুল হক (অফিস আদেশ নং ৩০৯), ৩. মো. নজরুল ইসলাম, পিতা মো. জহির (অফিস আদেশ নং ৩০২), ৪. মো. আশফাকুর রহমান, পিতা মো. আবদুল হামিদ (অফিস আদেশ নং ৩০৩), ৫. শরীফুল ইসলাম, পিতা মো. আজ আলী (অফিস আদেশ নং ৩০৪), ৬. মো. শাকিল আহম্মেদ, পিতা মো. শহিদ আহম্মেদ (অফিস আদেশ নং ৩০৫) এবং ৭. মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, পিতার নাম উল্লেখ নেই (অফিস আদেশ নং ৩১১)। তাদের মধ্যে ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি মো. হুমায়ুন কবিরের তিনজন আত্মীয়ও রয়েছেন। ওই ১০ জনকেই মাস্টাররোলে নিয়োগ দেওয়া হয়। বোর্ডের কয়েকজন কর্মচারী জানান, নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ইউনিয়নের নেতারা। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবেদনটি আমলে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংশ্লিষ্ট শাখাকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন। এরপর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক-১ অধিশাখার উপসচিব মো. মহিবুর রহমান শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর নোটিশ ইস্যু করেন। এতে নিয়োগ সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, তথ্য-উপাত্ত জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে জানান, নিয়োগের বিষয়টি বিধি মোতাবেক সুরাহা করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নোটিশের অফিসিয়াল জবাব দেওয়া হয়নি। তবে মৌখিকভাবে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে, ১০ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

পারিবারিক পুনর্বাসনকেন্দ্র ঢাকা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) (মাস্টাররোল) দেওয়া হয়েছে। তাদের দ্বারা কাজ করা হলে বেতন, কাজ না থাকলে বেতন দিতে হয় না। বোর্ডে পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কাজে অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন হয়, এ কারণেই তাদের নেওয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিতে আগেও ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বোর্ডে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন নেতাদের চাপের বিষয়ে জানতে চাইলে বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, ইউনিয়ন তো অনেক প্রভাবশালী। তাদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে। ১৫১ জন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বাতিলের আবেদন করেছেন। তারা দুদকেও আবেদন করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লোকমান মুন্সীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। অন্যদিকে প্রতিবেদকের পরিচয় দিয়ে এসএমএস দিলেও ইউনিয়নের সভাপতি হুমায়ূন কবির ফোনে কথা বলেননি।

জানা গেছে, ওই নিয়োগের বৈধতা দিতে গত ৩ জানুয়ারি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবু বক্কর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে নিয়োগ কমিটির একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সর্বশেষ এই বৈঠকে নতুন সিদ্ধান্ত হয়েছে– বোর্ডের প্রয়োজনীয় জনবল সরকারি বিধি মোতাবেক নতুন করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়েরও নির্দেশনা রয়েছে বলে জানান বোর্ড চেয়ারম্যান।